বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ক জাতীয় কনভেনশন

সিদ্ধান্তসমূহ

[২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ক ঘোষণাপত্রের সঙ্গে গৃহীত]

আমরা জানি যে, ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষ কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। এবং বৃটিশ শাসনের অবসানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ও দেশভাগের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতের নানা ধর্মের মানুষ ভেদাভেদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত সমাজে একত্রে বসবাস করে আসছে।

এটা নিশ্চিত যে, হিন্দুস্থান কেবলমাত্র লোক দেখানো আস্থা বা ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসের দেশ নয়, বরং ধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যার দেশ; সমন্বয়ের (বিভিন্ন ঐতিহ্যের সংশ্লেষ) সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, শাশ্বত সত্যানুসন্ধানকারী, নানা ধর্ম ও সভ্যতার মিলনক্ষেত্র। এই দেশের জনগণ সভ্যতাগত ঐতিহ্যকে লালন করে এবং প্রতিদিনের যাপিত জীবনে খাদ্য, পোশাক ও ভাষার বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাকে উদ্‌যাপন করে।

স্পষ্টতঃ হিন্দুস্থান নাস্তিক ও আস্তিকের সহাবস্থান, বস্তুবাদী দার্শনিক ঐতিহ্য তথা লোকায়ত ধর্মের বিকাশ, সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সাম্যের বানী, বাসব, কবীর, নানক, নারায়ণ গুরু, পেরিয়ার এবং আরো অনেকের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঐতিহ্য এবং ভক্তি ও সুফি মতবাদের একাত্মবোধ ও সমন্বয়বাদের প্রচারক্ষেত্র।

এটা লক্ষ্যনীয় যে, দেশের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার, সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় ঐক্য ও অখন্ডতার প্রতি যত্নবান। সন্দেহের কোন কারণ নেই যে দেশের গরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন এবং ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে চলেছে। ঐতিহাসিক জ্ঞান, দক্ষতা ও সংস্কৃতির বাহক এবং কৃষি-খাদ্য বৈচিত্র্য, খাদ্য ও খাদ্যতালিকা নির্বাচন, রন্ধন প্রক্রিয়া, পুষ্টিবিচার ও স্বাস্থ্যবর্ধক খাদ্যাখাদ্য পরম্পরার ধারক ভারতীয় জনগণ কখনোই তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণকারী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে মাথা নত করবে না।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী পি সি রায়, জে সি বোস, এম বিশ্বেশরাইয়া, সি ভি রমন, এম এন সাহা, পি সি মহলানবিশ, এস এন বোস, এস এস সোখে, এস এস ভাটনগর, হোমি ভাবা, বিক্রম সারাভাই, সতীশ ধাওয়ানসহ আরো অনেকে বিজ্ঞান নির্ভর নীতি নির্ধারন ও স্বনির্ভরতার জন্য দেশের বিজ্ঞান নীতি (সায়েন্টিফিক পলিসি রেজোলিউশন ১৯৫৮) প্রণয়ন করেছিলেন। যার ভিত্তিতে তাঁরা জনগণকে অযৌক্তিক ভাবনায় প্রভাবিত হতে দেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবিকীবিদ্যার আঙ্গিনা হোক সার্বভৌম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

মূলত গান্ধি-নেহরু ভাবাদর্শ এবং প্রগতিশীল বাম অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের স্বনির্ভরতার ভাবনা ও ভারতীয় সংবিধানে বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিক নৈতিকতা, ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (২০০৫) ও শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৮) স্থান পেয়েছে। এই অর্জনগুলিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ভারতীয় বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদের এবং জনগণকে সংহত করা প্রয়োজন।

আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার পরম্পরা ঐক্য, উদারতা ও বিশ্বজনীন ভাবনায় ঋদ্ধ। বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ও আধুনিক ঐতিহ্যের শিকড় ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরে প্রথিত। যা অনাদিকাল থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে নিবিড় ও বহুমুখী প্রণোদনায় লালিত। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সমাজ এই সূত্রগুলিকে আরও গভীর উপলব্ধির মধ্যে এনে, বিজ্ঞানে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় অবদানের উৎসগুলির মধ্যে যে বহু-সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ পক্রিয়া যুক্ত রয়েছে তা উন্মোচন করতে পারে। তারা পৌরাণিক কাহিনীকে ইতিহাস হিসেবে ও কল্পকাহিনীকে বিজ্ঞান হিসাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টাগুলির দ্বারা নাগরিকরা যাতে প্রভাবিত না হয় তার চেষ্টা করতে পারে। ভারতীয় জনগণের বিশাল অংশ যেন বুঝতে পারে যে, অতীত ঐতিহ্যের সর্বশেষ আধুনিক নির্মাণটি কীভাবে এমন একটি মতাদর্শ বানিয়ে তুলছে, যার চকচকে চেহারা বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক অসমতা এবং শোষণকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে জনগণ যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিগত নিপীড়নকে প্রতিহত করেছিল, তেমনি আজকের দিনেও পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভারত জুড়ে স্কুলশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের পরিসরে বিজ্ঞানমনস্কতার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে নারী, যুবসমাজ, আদিবাসী ও দলিতদের উপর অন্যায় আক্রমণকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হবে।

আমরা আশঙ্কিত যে, কেন্দ্রীয় সরকার নির্লজ্জ তৎপরতায় ও অসাংবিধানিক উপায়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি (এন ই পি, ২০২০) রাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যা প্রকৃত অর্থে জাতীয় চরিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করবে এবং ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক অবদানকে ধ্বংস করবে। জনবিজ্ঞান আন্দোলন রাজ্য সরকারগুলির কাছে আবেদন জানাচ্ছে সকুমারমতি তরুন ও যুবসমাজের চেতনার গভীরে যে আনুগত্যের বিধ্বংসী হিন্দুত্ববাদ ও ঘৃণার বীজ বপনের চেষ্টা চলছে তাকে প্রতিহত করার জন্য এবং জাতীয় গুরুত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানবিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে। কারণ এই প্রক্রিয়া সামাজিক বিকাশ ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব/ভগ্নীত্বের বোধকে ধ্বংস করবে। আমরা চাই রাজ্য সরকারগুলি জাতীয় গুরুত্বকে বিবেচনার মধ্যে রেখে, জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য, উন্নত মানের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকশিত করার কাজে নিজেদেরকে পুনরায় নিয়োজিত করুক।
জনবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবে-

আমরা আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের ভিত্তিতে ৫১ এ (এইচ) অনুচ্ছেদকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মানবিকীবিদ্যা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছি। যা বিজ্ঞানমনস্কতা/দৃষ্টিভঙ্গি[১] বাস্তবায়নে ভাষা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বার্তার পক্ষে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার স্বার্থে এবং অসাম্যকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

আমরা সামজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ সম্পর্কিত ন্যায়ের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করবো; শিক্ষা, প্রগতি ও গবেষণার মাধ্যমে সামগ্রিক ভারতীয় জনগণের মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার জন্য কাজ করবো। প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ বিকাশে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাকে শক্তিশালী করবো যাতে সেগুলি বাস্তবধর্মী আর্থ-সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

আমরা দারা শিকো, সাবিত্রীবাঈ এবং জ্যোতিবা ফুলে, রমাবাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, পেরিয়ার, ভীম রাও আম্বেদকর, ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদ, আশফাকুল্লাহ, ভগৎ সিং, সুভাষ চন্দ্র বোস, মেঘনাথ সাহা, এস এস ভাটনগর, হোমি ভাবা, এস এস সোখে, বিক্রম সারাভাই, হুসেন জহির এবং আরও অনেকে যাঁরা সৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীনতার আলোকোজ্বল পতাকা তুলে ধরেছিলেন; স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রগতিশীল ঐতিহ্য রচনা করেছিলেন; আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মৌলিক নীতি প্রণয়ন ও স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মাণ করেছিলেন; তারা ভারত সম্পর্কে ধারণা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রগতিশীল উত্তরাধিকারগুলিকে অনুধাবনে মানুষকে সাহায্য করেছিলেন - তাদের আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

আমরা মুক্ত ও স্বাধীন জ্ঞানচর্চার পক্ষে বিজ্ঞান ও সারস্বত সমাজকে সংগঠিত করবো। সাংবিধানিক কাঠামোয় নাগরিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই আন্দোলনের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নাগরিক সমাজের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করবো। অদৃষ্টবাদ, গুরুবাদ, কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের সমর্থক ও প্রচারকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে জনবিচ্ছিন্ন করার কাজে নিয়োজিত থাকবো।

আমরা যুক্তিবাদী, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং মানবিক সমস্ত শাখার বিদগ্ধ মানুষের সহায়তায় সামাজিক অগ্রগতির উপরোক্ত লক্ষ্যগুলির বাস্তবায়নে অগ্রসর হবো। বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ ও বিশ্ব শান্তির পক্ষে প্রস্তাব ও নীতি প্রণয়ন করা এবং এর পক্ষে সুস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অগ্রণী হবো।

---

[১] বিজ্ঞানমনস্কতা শব্দবন্ধের বৃহত্তর সংজ্ঞা হল- একটি বিনম্র ও উদার মানসিকতা যা স্বচ্ছতা, জ্ঞানবিজ্ঞানের নব উন্মেষ, ও নিত্য-নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার অনুশীলনকে, প্রচলিত তত্ত্ব ও ফলাফল নিরপেক্ষভাবে স্বাগত জানাবে।